Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.67-73
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

ড. মাখন সামন্ত
সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঘাটাল আর. এস. মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

We have found the appearance of Rabindranath in the colonial India. He had built the concept of nationalism on the humanistic background. To him, nationalism is a kind of love of one for his own country and to incite self-power in every citizen. The self-power according to him is self- consciousness,self- respect and the full establishment of emotion,that actually will help a person to get freedom from any kind of dominance of one's own country .you have to love your own nation but that would be without neglecting the other nations. He also added every community in colonial India have to forget their own interest so that they will be united with nationalistic flow. He actually wanted nationalism to be wrapped not only in the political background but also in the philosophical and spiritual background.

Creating damage in another country in the name of loving your own country –such kind such type of blind love is not acknowledged by him. Such kind of nationalism not only, do harm to and individual but also to society that is to all. It moral development is not flourished among the Indians shaking of foreign garments wouldn't help to bring swaraj to india.so he did not allow boycotting the foreign elements of Gandhiji.

He thinks the western nationalism as naked and hostile .such kind of nationalism would destroy the natural instinct of mankind. At the same time, western nationalism actually creates a riot among different communities that brings crisis in the total world. He also added,the main motive of western nationalism is to exploit the dependent countries from financial background .finally,Rabindranath says that,he actually does not consider nationalism as an inhibition in the path of humanistic background.

Key word: Nationalism, Imperialism, Spiritual, Self- Conciousness, Swaraj, Humanism.

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী। দেশপ্রমিক মানবদরদী এই কবি সমসাময়িক সমাজ ও বিশ্ব নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেছিলেন। ১৮৬১ সালের ৭ই মে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম হয় অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের চার বৎসর পর। '

রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময় ঠাকুর পরিবার ধন- সম্পদে এবং খ্যাতিতে শীর্ষে ছিল। এই কীর্তির জন্য মূল্য কৃতিত্বের আধিকারী ছিলেন তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তিনি ধন-সম্পদের মধ্যে রাজকীয় আড়ম্বর পূর্ণ জীবনের জন্যই বিখ্যাত 'প্রিন্স' উপাধি লাভ করেন। তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষ পরিচালনায় এই পরিবারটি ধন-সম্পদে, নামে- যশে ওপরের সারিতে স্থান করে নিয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের পিতার অর্থলোভ ছিল না, সাধারন জীবন -যাপন এবং গরীবকে দান - ধ্যানের মাধ্যমে 'মহর্ষি' উপাধি লাভ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় ঠাকুর পরিবারে উদার আবহাওয়ায় বিলিতি সংস্কৃতির ধারার পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তির ধারাও বজায় ছিল। এই পরিবারিক আবহে তাঁর শৈশব ও কৈশর অতিবাহিত হয়েছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তায় দেশজ সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য কিংবা পশ্চিমী সংস্কৃতির নির্দিধায় ও দাসসুলভ অনুকরনের কোনোটাই দেখা যায়নি। বিপরীতে তাঁর মনজগতে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি উদার মানবতান্ত্রিক মনোভাবের পাশাপাশি ভারতের মহান ঔপনিষদ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায়।যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানের সার্থকতা দেখা যায় যখন তিনি ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কবিতা লিখে নোবেল পুরস্কার পান এবং দেশের পরাধীনতা সত্ত্বেও বাঙালি তথা ভারতবাসীকে জগৎ সভায় মর্যদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

যৌথ পরিবারের মধ্যে তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর জীবনে সম্পন্ন হয়নি। তাই স্কুলের পাঠ শেষ করতে না পারার জন্য, পরিণত বয়সে তিনি কখনও শিক্ষক, কখনও প্রতিষ্ঠান, কখনও পাঠ্যপুস্তককে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তবে স্কুলের জীবন মাঝপথে সমাপ্ত হলেও, বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর জ্ঞান অর্জনের কোনও খামতি ছিল না। তিনি ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টার পড়ার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন এবং মাঝপথে অসমাপ্ত রেখে পিতার নির্দেশে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় তিরিশ বছর বয়সে। এই সময় তিনি তাঁর পিতার নির্দেশে শিলাইদহ (নদিয়া-কুষ্ঠিয়া জেলা), সাজাদপুর (পাবনা জেলা) এবং পতিসর (রাজশাহী জেলা) অঞ্চলে ঠাকুর বাড়ীর জমিদারী দেখা শুনা করতে চলে যান। এই সময় থেকেই তিনি বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন, পরিবেশ - সচেতন, গ্রাম উন্নয়নে উৎসাহী। তাঁর এই উৎসাহ নতুন ভাবে প্রকাশ পায় পরে যখন তিনি বীরভূম জেলার বোলপুর অঞ্চলে শান্তিনিকেতন - শ্রীনিকেতন প্রাতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীন জীবনের শোচনীয় অবস্থাকে কখনই প্রথাগত জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে দেখাতে চাননি। তাঁর 'পল্লী -প্রকৃতি' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন: "অভিজ্ঞতার মূল্য অলস জ্ঞানের চেয়ে বেশি"। প্রথমে নদীয়া -কুষ্ঠিয়া- পাবনা -রাজশাহী অঞ্চলে এবং পরে বীরভূমের বোলপুর অঞ্চলে তিনি যে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নিজস্ব দর্শন, চিন্তা ও বোধবুদ্ধি থেকে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে, ভারতীয় সমাজে গ্রাম বিকাশের কাজে প্রধান অন্তরায় আর্থিক সম্পদের অপ্রতুলতা নয়। আসল কথা হল, মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন, আত্মনির্ভরতা- বোধের জাগরণ এবং স্বায়ত্ত শাসনের জন্য প্রবল বাসনা। ভারতীয় জনগণের ওপর ইংরেজরা যে শোষণ- নিপীড়ন করত সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ন সজাগ ছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যে ভারতীয়দের সংগ্রাম, তার চেয়ে বেশি দরকার ছিল নিজেদের আত্ম- নির্ভরশীল সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। ইংরেজ সরকারের কাছে ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আবেদন- নিবেদনের নীতি হোক কিংবা চরম্পন্থার পথেই হোক, উভয় পথকেই তিনি ভিক্ষা বৃত্তির সমান বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, "স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের,

আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথ- ঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করতে পারি - যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই। এজন্য গবর্মেন্টের চাপরাস বুকে বাঁধবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলোয় যাক স্বায়ত্ত শাসন। তবে দাড় ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই"। সুতরাং তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ তথা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বদলে আত্মনির্ভরতা সংগ্রহের সংগ্রাম হিসাবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

বিশ্বের যেখানেই তিনি অন্যায়- অবিচার- অত্যাচার দেখেছেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। সুতরাং তিনি সর্বদা সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধবাদের কঠোর বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ঐক্য ও শান্তির এবং মানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন জাতপাতের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমর্থক ছিলেন। ব্রিটিশ জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে জালিয়ান - ওয়ালাবাগে সমবেত নিরস্ত্র নিরীহ সাধারন মানুষের ওপর ধ্বংসলীলা চললে, রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। এটা তাঁর নিজ দেশের প্রতি দেশপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ। এর পাশাপাশি মাতৃ বন্দনার দিক হিসাবে তাঁর 'জন - গন- মন- অধিনায়ক' আজও দেশপ্রেম তথা ভারতীয় জনগণকে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাসিয়ে তোলে।

তিনি সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে ভারতে প্রথম একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস গড়ে উঠে এবং এই জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় একের পর এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। তবে ১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলায় বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে তিনি প্রথম রাজনীতির ধারা বুঝতে শেখেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এরপর জাতীয়তাবাদের আলোচনার সূত্রে তিনি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করেন, প্রয়োজন দেখা দিলে গান্ধীজীর সমালোচনা করতে ও সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করার ব্যাপারে তাঁর রাজনীতিক সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি যন্ত্র সভ্যতার ও পুঁজিবাদের অনিষ্টকার ফল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিভৎস চেহারা দেখে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে। সমকালীন সমাজের বিভিন্ন বিষয় (ভারতের পরাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, গ্রামের মানুষের দারিদ্রতা প্রভৃতি) তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছিল।সুতরাং তাঁর রাষ্ট্র চিন্তার গুরুত্ব পূর্ণ দিক হল জাতীয়তাবাদী সংক্রান্ত ধারনা। তিনি জাতীয়তাবাদকে দেশপ্রেমের পরিবর্তে মানবপ্রেমের দিক থেকেই দেখেছেন।

পাশ্চাত্যের পথ বেয়ে ভারতে জাতীয়তাবাদের ধারনা গড়ে উঠে। ১৭৭২ সালে পোল্যান্ড বিভক্ত হবার পর জাতীয়তাবাদের ধারনা জোরালো হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সর্বজন গ্রাহ্য সঞ্জা দেওয়া সহজ নয়। সাধারন ভাবে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ হল একটি অনুভূতি বিশেষ, এটি একটি ভাবগত বা মানসিক ধারণা। জাতীয়তাবাদকে জাতির স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা এবং স্বধীনতা ও ঐক্যবোধের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করা হয়। বস্তুত, জাতীয়তাবাদ হল এমন এক মতাদর্শ যা জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার দাবিকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে। কোন জনসমাজের মধ্যে বংশ, ধর্ম, ভাষা,সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রাভৃতি নানা কারনে যখন গভীর একাত্মবোধের সৃষ্টি হয় এবং এই একাত্মবোধের জন্য জনসমাজের প্রত্যেকে যখন নিজের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, মান- আপমানের সমান অংশীদার বলে মনে করে তখন জাতীয়তাবোধের

জন্ম হয়। এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গেঁ যখন দেশপ্রেম মিলিত হয়, তখন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। রাসেলের মতে, জাতীয়তাবাদ হল এমন এক সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি যা পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখায়।মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের মতে,জাতীয়তাবাদকে দুটি শ্রেনীতে ভাগ করা যায়।এদের মধ্যে একটি হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, অন্যাটি হল প্রলেতারীয় জাতীয়তাবাদ।মার্ক্সবাদীরা মনে করেন,বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জাতিগত সংকীর্নতা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার সঙ্গেঁ সম্পর্কযুক্ত; অন্যদিকে প্রলেতারীয় জাতীয়তাবাদ আন্তজার্তিকতার সুমহান আদর্শ এবং বিশ্বশান্তি ও মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেঁ সম্পর্কিত। নিশ্চিত ভাবে বলা য়ায রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মতের সমর্থক ছিলেন এবং এই প্রেক্ষাপটেই তিনি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারনা ব্যক্ত করেছেন।

'জাতি' শব্দটির ইংরেজী অর্থ হল 'Nation'। তিনি বাংলা শব্দটির পরিবর্তে ইংরেজীশব্দটিকেই গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, রাবীন্দ্রনাথ 'Nation' শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা, এই শব্দটির প্রতি অধিক টান অথবা পশ্চিমের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষন বোঝায় না ; বরং জাতি শব্দটির চলনসই বা উপযুক্ত প্রতিশব্দ হিসাবে 'নেশন' শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন, জাতি (Nation), জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সংক্রান্ত ধারনা গুলি ভারতের মাটিতে বিশেষ জায়গা পেতে পারেনি, কারণ এইগুলি রাষ্ট্রিক ধারনা কিংবা ভাবনার দ্বারা ঢাকা। সুতরাং ইউরোপ যেখানে স্বাধীনতার কথা বলে, আমরা সেখানে মুক্তির কথা বলি।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনাকে বিভিন্ন দিক থেকে তুলে ধরা হল:

জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিকতা: তিনি দেশকে ভালোবাসার পাশাপাশি দেশের মানুষের আত্মশক্তিকে শ্রদ্ধা করেন। এই আত্মশক্তির বিকাশই একটি জাতীকে উন্নত করে তুলতে পারে। আত্মশক্তির জাগরণ জাতিকে আত্মশক্তির উত্থানের পাশাপাশি আত্মমর্যদাসম্পন্নও করে তোলে। তবে এই আত্মশক্তির বিকাশ কোনভাবেই যেন অন্যের করুণা বা দয়ার ওপর নির্ভর না করে।আত্মশক্তির বিকাশ অবশ্যই ভারতের মাটিতে হবে। ব্যক্তির সঙ্গেঁ ব্যক্তির ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে যদি মনমালিন্য দেখা দেয়, তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।আত্মশক্তির বিকাশ বলতে তিনি আত্মচেতনা, আত্মমর্যাদা এবং অনুভূতির সমগ্রভাবে বিকাশ বোঝাতেন। এগুলির বিকাশ একজন ব্যক্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। সুতরাং একটি জাতি বা জনগোষ্ঠী আত্মমর্যদা সম্পন্ন হলেই জাতীয়তাবোধে উবুদ্ধ হবে এবং জাতির মুক্তির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ তৎপরতা দেখাবে।

তিনি আরও মনে করেন যে প্রাতিটি ব্যক্তির উচিত তার নিজের দেশকে ভালোবাসা। তবে ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে অন্যের ওপর দেশের নামে মাতব্বরি করা,অন্যকে পদানত করে নিজের দেশের কল্যানসাধন করা, আন্যের ক্ষতির বিনিময়ে নিজেকে লাভবান করা। এই প্রবণতা আজকের সমাজে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতের পরাধীনতার অন্যতম কারন হল আত্মোন্নতির অনুপস্থিতি, আত্মশক্তির বিকাশের অভাব। সুতরাং এই আত্মশক্তিকেই জাগিয়ে তোলাই হবে আমাদের প্রধান কাজ, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভাজন আছে তা ভুলে গিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এই মানসিকতাকে আমরা জাতীয়তাবাদ বলতে পারি।সুতরাং বলা যায়,যখন একটি জনগোষ্ঠী বা জাতির সভ্যগনের মনের মধ্যে সংকীর্নতা,পরস্পরের প্রতি বিভেদ,হিংসাও অবিশ্বাস প্রভৃতি স্থায়ী আসন করে নিতে পারে না।মনকে উন্মুক্ত করে আত্মবিকাশের পথে দৃড়তার সঙ্গেঁ অগ্রসর হয়, তখন ধরে নেওয়া

যেতে পারে যে ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। স্বাভাবিক ভাবে তাঁর নিকট জাতীয়তাবাদএকটি নিছক রাজনীতিক ধরনা ছিল না, এটি দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার আবরনে আবৃত।

অন্ধ স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ: দেশের সর্বস্তরের জনসাধারনকে ভালোবাসা, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা, সবার সমগ্রভাবে উন্নতির জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া,সকলের আত্মোন্নতির জন্য অনুকুল পরিবেশ সুনিশ্চিত করার মতো অনুরূপ বিষয়গুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা বা দেশপ্রেমের উপাদান বলে মনে করতেন। তবে দেশপ্রেমকে তিনি ভুলেও সংকীর্ন অর্থে ব্যবহার করেননি। অন্ধ দেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতাকে তিনি প্রকৃত দেশপ্রেম বলেননি। বরং এই জাতীয় দেশপ্রেম নিজের ও সমাজের তথা সকলের ক্ষতিসাধন করে। স্মরনীয় যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় তীব্র দেশপ্রেমের জোয়ারের মুখে আমাদের দেশের অনেকে বিদেশি পণ্য ব্যবহার না করার তথা ম্যাঞ্চেস্টারের মিলে প্রস্তুত বস্ত্রাদি পুড়িয়ে ফেলার আনন্দে মেতে ওঠলে রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করেন।কাপড় পুড়িয়ে ইংরেজ শক্তিকে যে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে না বলে তিনি মনে করতেন। একই কারনে ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজী ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বপক্ষে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করেননি। এ প্রসঙ্গেঁ ১৯২০ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিনবন্ধু মিত্রকে লেখা এক চিঠিতে তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্ভাব্য কুফল সম্পর্কে বলেন, অন্যায় - অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের অন্তরের ক্রোধ থেকে উদ্ভুত শক্তিকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিলে তা ঘরে আগুন দেওয়া সমান হবে। কারন তাঁর মতে ভারতে কখনোই পশ্চিমী অর্থে জাতীয়তাবাদের ধারনা গৃহীত হয়নি, তাই এব্যাপারে পশ্চিমের সাথে প্রতিযোগিতা করলে ভারতবর্ষ তার সনাতন শান্তি, সংহতি, ঐক্য, আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ, নৈতিক স্বচ্ছতা ও মানবিকতাবোধের আদর্শ থেকেই দূরে সরে যাবে যা পরিনামে ভারতবর্ষেরই ক্ষতি ডেকে আনবে।

জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি ধারনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন, যার মধ্যে সংকীর্নতার কোন স্থান নাই। ভারতবাসীর যদি নৈতিক বিকাশ না ঘটে, আত্মন্নতি না হয়, আত্মশক্তি না জাগে তাহলে বিদেশি বস্ত্র পুড়িয়ে বা বর্জন করে দেশের স্বরাজ আনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং গান্ধীর কাপড় পোড়ানোর কাজকে তিনি কখনই সমর্থন করেননি। কাপড় পুড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা অসম্ভব। যেমন সম্ভব নয় অল্প কয়েকজন ব্যাক্তি যদি আত্মোৎসর্গের মাধ্যেমে দেশের স্বাধীনতা আনাতে চায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদ: সাম্রাজ্যবাদের যে নগ্ন চেহারা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই প্রেক্ষিতে তিনি জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষনে প্রয়াসী হয়েছিলন। তিনি পশ্চিমী জগতের নগ্ন জাতীয়তাবাদ বা নির্লজ্জ দেশপ্রেমকে প্রথম থেকেই অস্বীকার করেছেন। কারন তিনি দেখেছেন পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ জাতির নামে তথা দেশ প্রেমের নামে সংগঠিত হিংসা ও পাপাচারকে ধারাবাহিক ভাবে সংঘটিত করে চলেছে। পশ্চিমের নগ্ন ও হিংস্র জাতীয়তাবাদ মানব- প্রকৃতির সুকুমার বৃত্তিকে ধ্বংস করে দেয়, মানুষের উচ্চতর গুনাবলীকে বিকশিত হতে বাধা দান করে এবং নৈতিক চেতনাকে বিপন্ন করে দেয়। শুধু তাই নয়, এই জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে দাঙ্গাঁ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বিশ্বে অশান্তি ডেকে আনে এবং মানবসভ্য তাকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

ইউরোপের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্যের দেশ ও পন্ডিতেরা যেভাবে জাতীয়তাবাদ, জাতি ও জাতীয়তা ধারনা গুলি ব্যাখ্যা করে তার থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে এগুলির প্রতি তাদের আকর্ষন ও আনুগত্য অনেক বেশি। এই কারনেই পশ্চিমের দেশগুলির জনগোষ্ঠীর মধ্যে এত মারামারি, বিবাদ ও সংঘাত। কেবল তাই নয় জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পশ্চিমের দেশগুলির যেমন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ঠিক তেমনি তারা পররাজ্য গ্রাস কারার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ বিভেদের বীজ বপন করে এবং ধীরে ধীরে তা বিশাল মহীরূপে পরিনত হয়। নিজের দেশ ও জাতি বড়ো, অন্যেরা সবাই ছোট এবং হীন। এই ধারনাই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত জন্মদাতা এবং এই ধারনা থেকেই উপনিবেশবাদ ও সাম্রজ্যবাদের জন্ম হয়েছে।

পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের এই স্বার্থ সর্বস্ব,যুদ্ধবাজ রক্তক্ষয়ী,মানুষ্যত্বের হন্তারক, মানবতার হত্যাকারী ও মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সোচ্চার মানসিকতা সম্পর্কে ড: বিশ্বনাথ প্রতাপ ভার্মা বলেছেন, "জাতীয়তাবাদের নামে পশ্চিমে যে সংগঠিত লোভ দেখা গেছে তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন নির্মম সমালোচক। এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জনগনের রক্ত পান করে বেঁচে থাকা সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তি গুলির মাংসাশী ও নর খাদক সভ্যতা বিপজ্জনক ভবিষ্যতের পূর্ব লক্ষন গড়ে তুলেছে। দৈত্যসুলভ পাশবিকতা এবং তার লুঠের সালের প্রতি অর্থলোভী সুলভ প্রবল লোভ নিজের নৈতিক সচেতনতাকে দূষিত করে দিয়েছে এবং সে প্রাচ্যের প্রতি এক জোরালো হুমকি হিসাবে উপস্থিত হয়েছে"। প্রথমদিকে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভাস্কোদাগামার ভারত আবিষ্কারের ফলে, জলপথের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের দেশগুলি প্রথম দিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এলেও,পরে ইউরোপে যন্ত্র সভ্যতার উন্নতি তথা শিল্প বিপ্লবের ফলে পরে সেই দেশগুলির রাজনীতিতে হস্তক্ষেপে করতে লাগল এবং ধীরে ধীরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করতে থাকলো। এই সব পরাধীন দেশগুলির জনগণ নানা অত্যাচার ও শোষণের শিকার হয়ে নিঃস্ব হয়ে উঠে। সুতরাং ইউরোপ সম্পর্কে রাবীন্দ্রনাথের যে উচ্চাশা ছিল, সেই ধারনারও পরিবর্তন হতে থাকল। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর মনে হয়, ইউরোপের জাতীয়তাবাদ এশিয়া-আফ্রিকা তথা ভারতের মত দেশে কোন উন্নয়ন করতে পারেনি। বিপরীতে, এই সব দেশগুলি থেকে শোষণ করে মুনাফা অর্জন করাই এদের উদ্দেশ্য ছিল।

রবীন্দ্রাথ তাঁর 'Nationalism' গ্রন্থে বলেছেন, পরাধীন দেশগুলিকে আর্থিক দিক থেকে শোষন করে তোলাই হল পশ্চিমের বানিজ্যিক সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য। এই বানিজ্যিক সভ্যতার যার অন্যতম চালিকা শক্তি হল জাতীয়তাবাদ তা ভারতসহ একাধিক দেশকে দারিদ্র, অভাব, অনটনের সীমাহীন গহ্বরে উপস্থাপিত করেছে। ব্রিটেনের এই বানিজ্যিক সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদ এশিয়া-আফ্রিকার দেশকে শোষণ করে চলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক মতাবাদ হিসাবে জাতীয়তাবাদের দুটি পরস্পর বিরোধী দিক আছে। প্রথমটি হল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অন্য দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। দ্বিতীয়টি হল পরাধীন দেশের জনগণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের দেশকে স্বাধীন করে তোলার জন্য আন্দোলন করা। পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা রবীন্দ্রাথ করেননি। তবে আত্মশক্তি,আত্মমর্যদা জাগিয়ে না তোলে, দেশের ঐক্য ওসংহতিকে

সুনিশ্চত না করে স্বধীনতা অর্জনের প্রচেষতাকে তিনি সমর্থন করেননি। এই প্রেক্ষাপটে তিনি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বিশ্বমানবতাবাদের চর্চার কথা বলেছেন। সুতরাং জাতীয়তাবাদের নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক জাতির প্রতি অন্ধ প্রীতির পরিবর্তে মানবজাতির প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখানোর কথা তিনি বলেছেন। তাই বলা যায়,মানবতাবাদের জয়গান গাওয়ার মধ্যেই জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সার্থকতা নিহিত রয়েছ।

নির্বাচিত গ্রন্থ:

১. কল্যান কুমার সরকার, ভারতীয়রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, শ্রীভূমি, ২০০১।
২. প্রানগোবিন্দ দাশ,ভারতীয়রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয়আন্দোলন, নি.সে.বু .এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০০৮।
৩. সম্পাদনা - রাধারমন চক্রবর্তী,ভারতীয়রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিকআন্দোলন,প্রগোসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯।
৪. সম্পাদনা - অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়,ভারতীয়রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়,প.ব .রা. পু.পর্ষৎ, ২০১৩।
৫. Rabindranath Tagore, Nationalism in India, 1917.